দৈনিক সংবাদ

৫১

তারিখ 27 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

ফরাসী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের শিক্ষানীতি

শিশির ভট্টাচার্য

১. ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উপমহাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনাকারীরা সচেতন কিংবা অসচেতনভাবে ইংল্যান্ড-আমেরিকার ছাঁচে ফেলে নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে চান যা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বিদেশী তলোয়ারের খাপে দেশী খড়্গ ঢোকানোর চেষ্টা' করার মতো। এই প্রচেষ্টা যত অসার এবং এর বিরুদ্ধবাদীরা যত সোচ্চারই হোন না কেন আপাতত এর অন্যথা হবে না জানি এবং তা জানি বলেই তাদের কার্যক্রমে অগত্যা নিমরাজি হয়ে তৃতীয় একটি কন্টিনেন্টাল ছাঁচ তাদের দেখাচ্ছি, এতদকাল বহু ব্যবহারে জীর্ণ ছাঁচটির কিছুটা পরিবর্তন করতে তারা আগ্রহী হবেন এই আশায়। নতুন এই ছাঁচটি ফরাসী দেশের। এটিকে পুরোপুরি নকল করতে আমরা বলবো না, করা উচিতও নয় আমরা শুধু ফরাসী শিক্ষাব্যবস্থার সেই দিকগুলো গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করবো যেগুলো বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্রটিমুক্ত করতে সাহায্য করবে।

২. বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

ক. স্নাতক পর্যায় ঃ ফরাসী দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রথমে দুই বছরের একটি ডিগ্রি দেয়া হয়। ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা, মোট ২০টি বিষয় পড়ানো হয়, প্রত্যেকটিতে ২০ নম্বর করে। এর মধ্যে ১০টি বিষয় ১ম বছরে পড়ানো হয়, বাকি ১০টি ২য় বছরে। কেউ ইচ্ছে করলে ২০টি পরীক্ষাই এক সাথে ২য় বছরে দিতে পারে। যারা বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে থাকে তাদের ডিগ্রিটি সমাপ্ত করতে সর্বোচ্চ তিন বছর সময় দেয়া হয়। ডিগ্রিটি হয় কোন বিশেষ একটি বিষয়ে, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যা .... সেই বিষয়টির বিভিন্ন দিকের ওপর এই দুই বছরে মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়া হয়।

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এখন ডাবল স্ট্যান্ডার্ড চালু আছে ঃ এক দিকে আছে পাস কোর্স, অন্যদিকে আছে অনার্স কোর্স। অনার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়, কলেজেও পড়ানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও অনার্সের ছাত্ররা অবজ্ঞাভরে পাস কোর্স থেকে পাস করা ছাত্রদের 'পিলু' এবং কলেজ থেকে পাস করা ছাত্রদের 'কলু' বিশেষণযোগে সম্বোধন করে বলে শুনেছি। এই অস্বস্তিকর ব্যবস্থার অবসানে ফরাসী ডিগ্রিটি একটি সমাধান হতে পারে। আমরা ডিগ্রিটিকে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ভিত্তিক না করে এখানকার পাস কোর্স যেমন আছে সে রকম কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কৃষি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি এবং এটাকে 'স্নাতক' ডিগ্রি বলতে পারি। দুই বছরের জায়গায় এটার মেয়াদ তিন বছরও নির্ধারণ করতে পারি প্রথাগত অনার্সের মতো। তবে যেহেতু আমাদের দেশে সেশন জট, সন্ত্রাস ... এসব ঝামেলা আছে সেহেতু যত কম সময়ে কোন একটি বিষয়ের প্রয়োজনীয় দিকগুলো সম্পর্কে ছাত্রদের একটা মোটামুটি ধারণা দিয়ে কর্মক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়া যায় ততই মঙ্গল।

খ. স্নাতকোত্তর পর্যায় ঃ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ফরাসী দেশে দুই বছর লেখাপড়া করতে হয়। এই দুই বছরের প্রথম বছরটিতে একটি ডিগ্রি (এর নাম লির্সস বা লাইসেন্স) এবং পরবর্তী বছরে অন্য একটি ডিগ্রী ম্যাতরিজ বা মাস্টার্স দেয়া হয়। ১ম বছরটিতে ৯/১০টি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। দ্বিতীয় বছরে কমপক্ষে তিন আর সর্বোচ্চ ৫টি বিষয়ে পরীক্ষা আর ন্যূনতম ১০০ পৃষ্ঠার একটি গবেষণাপত্র লিখতে হয়। লির্সস এবং ম্যাতরিজের প্রত্যেকটির জন্য দশ বছর পর্যন্ত সময় নেয়া চলে।

বাংলাদেশে সম্প্রতি ৪ বছরের মাস্টার্স কোর্সের মেয়াদ বাড়িয়ে ৫ বছর করা হয়েছে দেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিকে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির সমমানের করার জন্য। কিন্তু বিদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়েই ৫ বছরে মাস্টার্স ডিগ্রি দেয়া হয় এ তথ্য ঠিক নয়? অন্য দেশের কথা জানি না, ফরাসী দেশে মাস্টার্স আমাদের দেশের মতোই ৪ বছরে হয়, ৫ বছরে কখনোই নয়।

বাংলাদেশে মাস্টার্স পর্যায়ে দুই বছরের একটি এম, এ ডিগ্রি দিতে পারি আমরা। এটি ২ বছর মেয়াদী একটি ডিগ্রী হবে এবং এর ২য় বছরে ফরাসী দেশের মতোই ১০০ পৃষ্ঠার একটি গবেষণাপত্র লেখার বাধ্যবাধকতা থাকবে। আমাদের মনে হয় কোন ডিগ্রী কত বছরে দেয়া হবে সেটা না দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেখা উচিত সিলেবাসে কি কি পড়ানো হবে। ৩ বছরের পড়া যদি ২ বছরে পড়ানো যায় তবে ২ বছরেই তা পড়ালে ছাত্রের সময় ও অভিভাবকদের অর্থের সাশ্রয় হবে। সন্ত্রাস কমবে, জীবন বাঁচবে, ছাত্রজীবনের দৈর্ঘ্য কমে গিয়ে কর্মজীবন দীর্ঘায়িত হবে। অথচ আমাদের দেশে এর উল্টোটাই আমরা করি এবং করি আমরা হয়তো সব জেনেশুনেই।

গ. ভর্তি পরীক্ষা ঃ ফরাসী দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সবার জন্য উন্মুক্ত। ভর্তি পরীক্ষা বলে কিছু নেই, উচ্চ মাধ্যমিক সনদ থাকলেই যেকোন বিষয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব। অনেক বিভাগে ক্লাসরুমে ছাত্র উপচে পড়ে, সেক্ষেত্রে গ্যালারিতে ক্লাস নেয়া হয়। শিক্ষক মাইক্রোফোনে বক্তৃতা করেন এবং বোতাম টিপে গ্রীনবোর্ড (অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্লাকবোর্ডের পরিবর্তে গ্রীনবোর্ড ব্যবহার করা হয়) উঠানো নামানো হয় বলে দূর থেকে ছাত্ররা দেখতে পায় ও নোট নিতে পারে। তবে ফরাসী দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়, ক্লাসে নামও ডাকা হয় না। সনদ পাবার জন্য পরীক্ষা পাস করলেই চলে তবে ক্লাস না করে বা অন্তত ক্লাসে অন্য ছাত্রের নেয়া শিক্ষকের বক্তৃতার নোট না পড়ে পরীক্ষা পাস করা অসম্ভব না হলেও কঠিন।

ঘ. ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি ঃ ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ আছে, ছাত্র রাজনীতি নেই। কিন্তু সামাজিক বা রাজনৈতিক যেকোন ব্যাপারে ছাত্ররা সদা সতর্ক এবং সরকারের কোন সরকার ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্ররা জনগণের পাশে দাঁড়ায়, প্রাণ দিতেও পিছপা হয় না। ডান, বাম ও মধ্যপন্থী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু ডানপন্থী সরকারের চাপিয়ে দেয়া কোন ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শিক্ষাক্ষেত্রে নিজস্ব নীতি জোর করে চাপিয়ে দেবার ব্যাপারটা ফ্রান্সে ডানপন্থী সরকার প্রতিবারই করে। ডানপন্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও বামপন্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে রাস্তায় নামে। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক সমিতি আছে কিন্তু নীল-সাদা-গোলাপী জার্সি পরে শিক্ষকদেরকে স্বার্থ আর রাজনীতির খেলায় নামতে দেখা যায় না।

ঙ. ছাত্রাবাস ও সন্ত্রাস ঃ আমাদের দেশে শ্বশুরবাড়িতে জামাইয়ের যতটা না আদর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের আদর তার চেয়ে বেশি গরিব জনগণের চড়া সুদে ধার করা টাকায় বিশ্ববিদ্যালয় বাস পাঠিয়ে সকালে তাদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসে, সন্ধ্যায় পৌঁছে দেয়, নামমাত্র টাকায় থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে। সেই শ্বশুরবাড়ি আবার জামাইরা বিভিন্ন দলে একত্র হয়ে দখল-বেদখল করে এবং মাঝে মাঝে বহিষ্কৃত জামাইরা যখন অভিমান করে খোদ শ্বশুরবাড়িতেই তালা লাগিয়ে দেয় তখন ছেঁড়ার মতো চুল শ্বশুর মশাইয়ের মাথায় সামান্যই অবশিষ্ট থাকে।

ফরাসী দেশে ছাত্রাবাসগুলোর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পর্ক তো নেইই ভৌগোলিক সম্পর্ক পর্যন্ত নেই। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ দূরে অবস্থিত হয় ছাত্রাবাসগুলো কিন্তু ছাত্রাবাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার ব্যবস্থা ছাত্ররা নিজেরাই করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কোন প্রকার সম্পর্কহীন সম্পূর্ণ আলাদা কয়েকটি সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছাত্রাবাসগুলোতে ভর্তি, মাসিক ভাড়া আদায় ইত্যাদি কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। একই ছাত্রাবাসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউটের ছাত্র থাকতে পারে, এমন কি গ্রীষ্মের ছুটিতে ছাত্ররা যখন ছুটিতে চলে যায় তখন খালি রুমগুলো ট্যুরিস্টদের কাছে ভাড়া দিয়ে ছাত্রাবাসগুলো কিছু অর্থোপার্জনও করে থাকে। ছাত্রী হোস্টেল বলে আলাদা কিছু নেই, ছাত্র ও ছাত্রীরা একই হোস্টেলে থাকে। বিবাহিত ছাত্র-ছাত্রী ডবল রুমের জন্য আবেদন করতে পারে। একটি বাচ্চাসহ থাকার ব্যবস্থাও আছে কোন কোন হোস্টেলে।

বাংলাদেশে যারা এরকম বলে থাকে যে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসগুলোতে সন্ত্রাসের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে সিটের অপ্রতুলতা তাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে যেকোন ফরাসী শহরেই

পরীক্ষার্থীকে অকৃতকার্য ঘোষণা করা হয়। প্রথাটি অযৌক্তিক এবং অমানবিক। এর অবসান হওয়া প্রয়োজন।

ফরাসী দেশে বাংলাদেশের মতো মাধ্যমিক শিক্ষার শ্রেণীগুলো ক্লাস ওয়ান, ক্লাস টু, ক্লাস টেন- এভাবে ছোট থেকে বড় হিসেবে সাজানো নয়। আমাদের ক্লাস সিক্স সেখানেও ক্লাস সিক্স কিন্তু সিক্সের পর ক্লাস সেভেন না এসে আসে ক্লাস ফাইভ, ক্লাস ফোর ইত্যাদি। ক্লাস ওয়ান হচ্ছে বাকালোরিয়ার আগে শেষ ক্লাস। এর পরে টারমিনাল এবং তার পরই উচ্চ মাধ্যমিক বা বাকালোরিয়া পরীক্ষা দিতে হয়। ব্রিটিশ আমলে উপমহাদেশেও সম্ভবত এই পদ্ধতি চালু ছিল শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ফার্স্ট ক্লাস অব্দি পড়া নায়ক ক্লাস ওয়ানে স্কুল ছাড়েনি ছেড়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার এক বছর আগে।

মাধ্যমিকের পর (বা মাধ্যমিকের আগেই) ফরাসী দেশে কেউ ইচ্ছে করলে কারিগরি শিক্ষার স্কুলে ভর্তি হতে পারে। সেখান থেকে সে দুই বা তিন বছরে সে কারিগরি শিক্ষায় স্নাতক হতে পারে এর পর পর বা কিছুদিন চাকরি করার পর সে ইচ্ছে করলে আবার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসতে পারে।

শুনেছি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক পরীক্ষা আর থাকবে না, ফরাসী দেশের মতো উচ্চ মাধ্যমিকই শিক্ষার্থীদের প্রথম সার্টিফিকেট হবে। যদি তা করা হয় তবে সেই সনদটাকে 'উচ্চ মাধ্যমিক' না বলে যেন 'মাধ্যমিক' সনদ বলা হয় কারণ অন্যান্য দেশে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বলতে ১৮ বছর বয়সে পাওয়া প্রথম সনদটাকেই বোঝায়। এতে করে বিশ্বের অন্য অনেক দেশের মতো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থারও প্রাথমিক, মাধ্যমিক আর বিশ্ববিদ্যালয় এই তিনটি পর্যায় থাকবে।

কিন্তু যে কলেজগুলো উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াতো তাদের সে ক্ষেত্রে কি দশা হবে তা আমাদের ভাবতে হবে। আমাদের মতে সব কলেজগুলোকে ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত করে সেখানে বি,এ ও এম,এ ডিগ্রি দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ফ্রান্সে এ রকম বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অনেক আছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান সমস্যাগুলোর একটি। আমরা বলবো নকলের জন্য আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি সর্বাংশে দায়ী। আমাদের দেশের পরীক্ষার প্রশ্নের ধাঁচটাই এমন, যে কোন প্রশ্ন আসবে তা ছাত্ররা কম বেশি জানে এবং সে জন্যই তারা সাজেশন বা নকল করতে পারে। ফরাসী দেশে কোন ছাত্র ধারণাও করতে পারে না কোন প্রশ্ন পরীক্ষায় আসবে, সাজেশন বা গৎবাঁধা প্রশ্ন করার কোন কালচার নেই ফরাসী দেশে। শিক্ষক এ ব্যাপারে একটি ইঙ্গিতও দেন না। ছাত্রকে ক্লাসে যা যা পড়ানো হয়েছে তার সবই পড়ে আসতে হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যার তুলনায় ছাত্রাবাসের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। সুতরাং বছরের প্রথমেই ছাত্রাবাসে সিটের জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদনকারীদের শতকরা ত্রিশ ভাগও সিট পায় কিনা সন্দেহ। বাকিরা অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। কেউ কারো বাড়িতে একটা রুম নিয়ে থাকে, কেউবা মেস করে থাকে। একটানা তিন বছর হোস্টেলে থেকেছে এমন কাউকে জীবনে আর হোস্টেলে স্থান দেয়া হয় না। অনেক ছাত্রাবাসে ৩০ বছর বয়সের পর আবেদনই করা যায় না। ছাত্রাবাসগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা করে দিলে সেগুলো সন্ত্রাস ও রাজনীতিমুক্ত হবে কিনা জানি না। তবে ছাত্রাবাস পরিচালনার দায়িত্ব কমে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথা থেকে একটা বোঝা নেমে যাবে। প্রতিটি ছাত্রাবাস একটি স্বায়ত্তশাসিত হোটেলে পরিণত হবে তবে ভর্তুকি থাকার কারণে ভাড়া কম হবে। প্রতিটি ছাত্রাবাসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কলেজের ছাত্ররা থাকবে ঠিক যেমন থাকে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে। ছাত্রাবাস থেকে ফ্যাকাল্টিতে আসার দায়িত্ব ছাত্ররা নিজেরাই নেবে। প্রতিটি ছাত্রবাস আলাদা আলাদাভাবে নিজেকে সন্ত্রাসমুক্ত করার দায়িত্ব নেবে এবং তার পরেও যদি ছাত্রাবাসে সন্ত্রাস হয় তবে তার জন্য অন্তত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে হবে না।

চ. অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ ফরাসী দেশে এমন কিছু নামী ইনস্টিটিউট আছে যেখানে কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এমন কেউ ইচ্ছে করলে প্রথমে এম ফিল এবং এরপর ডক্টরেট পর্যায়ে লেখাপড়া করতে পারেন যদি তাদের সে রকম (হোক অপ্রাতিষ্ঠানিক) অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান থাকে। সর্বস্তরের জনগণকে সব ধরনের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা ফরাসী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

৩. মাধ্যমিক পর্যায় ঃ

ফরাসী দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরে আছে কলেজ এবং তারপর লিসে। এই 'লিসে' শব্দটা এসেছে গ্রীক লাইসিয়াম থেকে। লিসে আমাদের দেশের কলেজের মতো। এখান থেকেই ফরাসী মাধ্যমিক ডিগ্রি (আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক) 'বাকালোরিয়া' বা 'বাক' দেয়া হয়। বাক-এ কোন বিষয়ের পরীক্ষা খারাপ হলে কয়েক সপ্তাহ পরে আবার সেটি দেয়া যায়। এর জন্য ফলাফলের কোন হেরফের হয় না। আমাদের দেশে যেকোন একটি বিষয়ে ৩৩-এর কম পেলে বাকিগুলোতে ১ম বিভাগের নম্বর থাকলেও কোন

সমমানের ডিগ্রি দিয়ে থাকে। এতে করে নিত্যনতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার হাত থেকে বেঁচে যাবো আমরা এবং (সম্ভবত) বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির চাপ কমে যাবে।

ফরাসী দেশে সার্টিফিকেট তোলার ব্যাপারটা অত্যন্ত সরল। বিশেষ ডিগ্রির জন্য যতগুলো বিষয় প্রয়োজন সবগুলো পাস করা হয়ে গেলে ছাত্ররা নির্দিষ্ট ফর্মে সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করে। কোন ফি লাগে না। এক সপ্তাহের মধ্যে সার্টিফিকেট ডাকযোগে ছাত্রের ঠিকানায় পৌঁছে যায়। আমাদের দেশে নিজের পকেটের টাকায় ফি দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট পেতে কী গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করতে হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

৪. পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান সমস্যাগুলোর একটি। আমরা বলবো নকলের জন্য আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি সর্বাংশে দায়ী। আমাদের দেশের পরীক্ষার প্রশ্নের ধাঁচটাই এমন, যে কোন প্রশ্ন আসবে তা ছাত্ররা কম বেশি জানে এবং সে জন্যই তারা সাজেশন বা নকল করতে পারে। ফরাসী দেশে কোন ছাত্র ধারণাও করতে পারে না কোন প্রশ্ন পরীক্ষায় আসবে, সাজেশন বা গৎবাঁধা প্রশ্ন করার কোন কালচার নেই ফরাসী দেশে। শিক্ষক এ ব্যাপারে একটি ইঙ্গিতও দেন না। ছাত্রকে ক্লাসে যা যা পড়ানো হয়েছে তার সবই পড়ে আসতে হয়। প্রশ্নপত্র তৈরি করেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক। পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে একটি বা দু'টি (অবশ্য অনেক শিক্ষক বেশি প্রশ্ন দেন। আসলে প্রশ্নের সংখ্যার ব্যাপারটা পুরোপুরি নির্ভর করে পরীক্ষকের ইচ্ছার ওপর) এবং এই একটি প্রশ্নের জন্য সময় বরাদ্দ থাকে তিন থেকে চার ঘণ্টা। ছাত্রকে অনেক ভেবে তার পর উত্তর লিখতে হয়, তিন ঘণ্টা সময় প্রায়ই যথেষ্ট হয় না। তবে উত্তরটি আমাদের দেশের ছাত্রদের মতো প্রাণপনে মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় উগরে দেয়া পর্যায়ের হয় না। ভালো হোক, খারাপ হোক উত্তরটি হয় ছাত্রের একান্ত ব্যক্তিগত একটি উদ্ভাবন, সে স্টাইলের দিক থেকেই বিচার করুন আর বিষয়বস্তুর দিক থেকেই দেখুন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ জিনিসটি চালু করা গেলে একাধিক ফল লাভ হবে, নকলও থাকবে না আর পরীক্ষাটিতেও তোতা পাখির পুনরাবৃত্তির শক্তি পরীক্ষা না হয়ে চিন্তাক্ষম, সৃজনশীল

মানব সন্তানের মস্তিষ্কের উৎক
ফরাসী দেশে পাস নম্বর
নিচে নম্বর পেলে পরীক্ষার্থী
সম্মুখীন হতে হয়। পরীক্ষার
একটার নাম 'কনটিনিউয়াস
সেসনাল এবং একটি ফাইন
মিলিয়ে পাস করতে হয়। অন্য
জুন মাসে ফাইনাল পরীক্ষা
পরীক্ষা বা কনটিনিউয়াস কন
তারা সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে
সুযোগ পায়। এবারও ফেল ক
দিতে হয়। ছাত্রকে বছরের প্র
কোন্ পদ্ধতিতে সে পরীক্ষা দে
ফরাসী দেশে সাধারণত
ডিভিশন লেখা থাকে না। ত
এক্সেলেন্ট ইত্যাদি কয়েকটি ম
আমাদের দেশে ১ম, ২য় ও
আছে বটে কিন্তু ৩য় ডিভিশনটি
কারণ ফেল করলে আবার
ভালো করা যায় কিন্তু ৩য় ডি
সারা জীবন ধরে বইতে হয়।
উঠে গেছে কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে
এখনও টিকে আছে। বর্ণপ্রথার
দেশে সনদের শ্রেণী তুলে দেব
নেবেন না। সুতরাং দুটি শ্রেণী
৫৫% করতে হবে এবং সে
দেয়ার অভ্যাসটাও বদলাতে
মাঝারি মেধার ছাত্ররাই সাধার
আসেন বলে বেশি নম্বর পাবার
থাকে না। যে নম্বর তারা পে
সাধারণত নম্বরের মান হিসেবে
অবশ্য অবচেতন ঈর্ষারও এক
নয়।

৫. ভাষাশিক্ষা ঃ

ফরাসী ছাত্ররা বিদেশী
বাঙালি ছাত্রদের তুলনায় এক
তেরো বছরের দিকে। ততদি
ভিত তৈরি হয়ে যায়। এরপর
(এবং এর পরেও বিশ্ববিদ্যাল
পছন্দমতো ইংরেজি, জার্মান
ইত্যাদি ভাষা শিখতে পারে।
আমাদের দেশে জাতীয়
ছয়/সাত বছর থেকে ইংরেজি
এরপক্ষে যুক্তি হচ্ছে এই যে
করা সহজতর হয়। আমরা
কিন্তু দুটি প্রশ্ন আছে আমাদের
ভাষা পরিবেশের সাথে শিশুর
থাকে এবং যদি শিশুটি
পরিবেশে অবস্থান করে তাহ
সেই বিশেষ ভাষাটি সে শিখ
হচ্ছে আমরা কি গণসাক্ষরতা
চাই? দুটোই চাইতে পারি। বি
বিদেশী ভাষা ইংরেজির ম
বিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্কুলই ছেড়ে
শিখছে না তখনও কি
ধনুকভাঙা পণে অটল থেকে
ঠেলেদেবো?
বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালিত
ছাত্রদের কাছে বাংলা হচ্ছে
একটি বিষয় মাত্র। ভাষা হি
ইংরেজিটা তারা ভালো শেখে
গার্টেনের ছাত্রদের কাছে ই
বাংলা নামে একটি 'সাবজেক্ট'
উপরের ক্লাসে তা অনাবশ্য
মাতৃভাষায় দুর্বল কোন মানব
বুৎপত্তি অর্জন করা যে
ভাষাতাত্ত্বিকেরা মোটামুটি
বাংলাদেশের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড
শেখে ভালো বাংলা না শেখে
বা বাই লিঙ্গুয়াল না হয়ে তা
সেমি লিঙ্গুয়াল। সেদিক থেকে
(সেটাও তর্ক সাপেক্ষ। স্ট্যা
শিশুদের অক্ষরজ্ঞান দেয়া শুরু
দিকে। এতে সেদেশে সাক্ষর
বা ছেলেমেয়েরা অন্য দেশের
বিদেশী ভাষা শিখিয়ে একটু
জাতিকে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড থে
করিয়ে দিতে দোষ নেই
মাধ্যম বাধ্যতামূলকভাবে ফরা

৬. ধর্মশিক্ষা ঃ

ফরাসিদেশে সার্বজনীন র
অবৈতনিক এবং বাধ্যতাম
ব্যাংলাদেশের মাদ্রাসার মতো
বা বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই আ
সিলেবাস থেকে শুরু করে স
অভিভাবকেরা চড়া বেতন দি
সেসব স্কুলে পড়তে পাঠান। স
কিন্তু কোন প্রকার অনুদান দি
শিক্ষাব্যবস্থাকে উৎসাহিতও ক
বাংলাদেশের গণমানসের
আমরা দেখবো যে ধর্মশিক্ষা
প্রণয়ন করা অসম্ভব না হলে
মাধ্যমিক পর্যায়ে ষষ্ঠ শ্রেণী
করার পরিকল্পনা থাকে শি
বিশেষ ধর্মের শিক্ষার্থীদেরকে
ধর্মের শিক্ষার্থীদের একটি সাধ
(বৃটেনেও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব
বলে শুনেছি)। বিষয়টির নাম
ও দর্শন' বা ঐ জাতীয় কিছু
হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এমন
আমাদের উপজাতীয় জনগো
ধর্মীয় আচারের বর্ণনা থাকবে
শিক্ষার্থীরাই প্রতিবেশীর ধর্ম
অর্জন করতে পারবেন। মা
ক্লাসে চীন, উপমহাদেশ,
দর্শনের প্রধান প্রধান ধারাগুলো
যেতে পারে। ফরাসী দেশে
ইতিহাস ও ভাষা শিক্ষার উপর